দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

প্রেসিডেন্ট মো. জিল্লুর রহমান গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সমাবর্তনে ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জিকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করেন

ঢাবির সমাবর্তনে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান

সকল চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

—প্রণব মুখার্জি

☐ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশের সঙ্গে গৃহীত সকল চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রেসিডেন্ট শ্রী প্রণব মুখার্জি। গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্যে একথা বলেন ভারতের প্রথম এই বাঙালি প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, পৃঃ ১২ ক: ৪

সকল চুক্তি বাস্তবায়নে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন আমাদের কাছে একটি উচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়। অতীতে আমরা সাফল্যের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি করেছি এবং তিস্তার পানিবণ্টনে আশা করি তেমনি একটি চুক্তিতে আমরা শিগগিরই উপনীত হতে পারব। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করার জন্য ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি মংলার রামপালে ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলচুক্তি বাস্তবায়ন এবং এর ২০১১ প্রটোকল কার্যকর করতে সংসদে একটি বিল আনা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন ভারতের এই বাঙালি প্রেসিডেন্ট।'

এর আগে ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জি বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সমাবর্তনস্থলে এসে পৌঁছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর মো. জিল্লুর রহমান এবং ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

প্রণব মুখার্জি বলেন, ২০১০ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর এবং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের ফলে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে একটি নতুন জোয়ার এসেছে। এখন আমাদের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা চুক্তি কাঠামো রয়েছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার পথনির্দেশিকা। তিনি বলেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, ভারত সকল গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের মানুষ হত্যাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব ঘটনা বন্ধের জন্য আমরা যৌথভাবে কাজ করছি। সীমান্ত রেখাকে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রবেশের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দুই দেশ বিদ্যুৎ খাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবছরের মাঝামাঝি আমাদের দু'দেশের বিদ্যুৎ গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হবে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি' মংলার কাছে রামপালে একটি ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক সুপার থারমাল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে।

ভারত-বাংলাদেশকে একযোগে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা উভয়েই একই বাধার মোকাবিলা করছি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন বলেছেন, আমাদের একই শত্রু—সেই শত্রু দারিদ্র্য। অর্থনৈতিক সহযোগিতার শক্তি সর্বাধিক করতে আমাদের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে বলেন, একটি দ্রুতঅগ্রসর আধুনিক অর্থনীতির দেশ হিসেবে ওঠে আসতে বাংলাদেশ তার প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। স্থল ও জলসম্পদের শক্তি ছাড়াও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটি আশীর্বাদ, যা অনুসন্ধান করে এবং লাভজনকভাবে কাজে লাগানো দরকার। বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা বাংলাদেশে জন্মলাভ করে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। এর বাস্তব ফল পাওয়া যাবে সার্বিক [illegible] ব্যবস্থাপনা, অভিন্ন, বিদ্যুৎ ও গ্রিড সংযুক্তি, আরো বাণিজ্য এবং দু'দেশের মধ্যে জনগণ ও পণ্যের আরো আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে। ভারত ও বাংলাদেশ আমাদের এই অঞ্চল এবং এর বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর সমন্বয়ের পথে নেতৃত্ব দিতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রণব মুখার্জি বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে তা হলো তথ্য-প্রযুক্তি, দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষি গবেষণা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সুন্দরবন রক্ষা এবং প্রচলিত ও উভয় উৎসের শক্তির সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থার ফলে ভিসা ব্যবস্থা সহজতর হবে। এর ফলে বিশেষ করে ব্যবসায়ী, ছাত্র, সাংবাদিক, ভ্রমণকারী এবং চিকিৎসার জন্য যেতে ইচ্ছুকদের সহায়তা হবে। আমাদের দুই দেশকে ঘনিষ্ঠতর করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে দু'দেশের মানুষের মধ্যে আরও যোগাযোগ ও আদান-প্রদান।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর বিরাট সুযোগ রয়েছে বলে তিনি বলেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ২৫টি ট্যারিফ লাইন ছাড়া সকল পণ্যের ওপর থেকে কোটা ও শুল্কের বাধা তুলে নিয়েছে। বাংলাদেশ এখন আমাদের বিশাল বাজারে করমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। এছাড়া বাকি পণ্যের কর-বাধা অপসারণে, আরো সীমান্ত হাট চালু এবং পণ্যের মানের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত কাজ করছে বলে জানান তিনি। এসময় তিনি বাংলাদেশের শিল্পমহলকে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের আমন্ত্রণ জানান।

ভারতের এই বাঙালি প্রেসিডেন্ট বলেন, বিশ্বে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে বাংলাদেশের মতো গান, কবিতা, শিল্পকলা ও নাটক জাতির বিবেক ও সচেতনতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। আপনাদের কাছ থেকে আমাদের, ভারতের অনেক কিছু শেখার আছে। আমি এই সুযোগে জানাতে চাই যে, শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে 'বাংলাদেশ ভবন' নির্মাণের জন্য বাংলাদেশকে জমি প্রদান করেছেন। বিশ্বভারতীর 'বাংলাদেশ স্টাডিজ প্রোগ্রাম'-এর গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণে 'বাংলাদেশ ভবন' কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে উভয় দেশের আরো অধিক বিনিয়োগ করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দু'দেশের মধ্যে অধিকহারে ছাত্র, অনুষদ, গবেষক ও শিক্ষক বিনিময় করতে হবে। আমরা বাংলাদেশের ছাত্র ও পেশাজীবীদের বিপুলসংখ্যক বৃত্তি দিয়ে থাকি। আরও অনেক ছাত্র নিজ খরচে ভারতে উচ্চশিক্ষা নিতে যান।